সপ্তম পরিচ্ছেদ

কথাসার—মাঘমাসের শুক্লপক্ষে মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া ফাল্গুন-মাসে নীলাচলে বাস করিলেন। ফাল্গুনমাসে দোলযাত্রা দর্শন করিয়া চৈত্রমাসে সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার করিলেন। বৈশাখ-মাসে দক্ষিণযাত্রা করিলেন। একক দক্ষিণ ভ্রমণ করিবেন—এই প্রস্তাব করায়, নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার সহিত 'কৃষ্ণদাস' বলিয়া একটী ব্রাহ্মণকে দিলেন। গমন-সময়ে সার্ব্বভৌম প্রভুর সহিত চারিখানা কৌপীন-বহির্ব্বাস দিয়া রামানন্দরায়ের সহিত গোদা-বরী-তীরে সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিলেন। আলালনাথ পর্য্যন্ত নিত্যানন্দপ্রভু প্রভৃতি কয়েকটী ভক্ত প্রভুর সঙ্গে গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে স্বীকার করত মহাপ্রভু 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে চলিতে লাগিলেন। যে গ্রামে রাত্রিবাস করেন, তথায় শরণাগত ব্যক্তিকে শক্তি সঞ্চার করিয়া সর্ব্বদেশকেই 'বৈষ্ণব' করিতে আজ্ঞা দেন। তাঁহারা আবার অন্যান্য লোককে ভক্তি শিক্ষা দিয়া অন্যান্য গ্রামে ভক্তসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। এইরূপে কূর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইলে, তথায় 'কূর্ম্ম'-নামক ব্রাহ্মণকে কৃপা করিলেন এবং 'বাসুদেব'-নামক বিপ্রকে গলিতকুষ্ঠ-রোগ হইতে উদ্ধার করিলেন। বাসুদেবকে উদ্ধার করিয়া 'বাসুদেবামৃতপ্রদ' বলিয়া প্রভুর একটী নাম হইল। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

'বাসুদেবামৃত'-প্রভুর প্রণাম ঃ—

ধন্যং তং নৌমি চৈতন্যং বাসুদেবং দয়ার্দ্রধীঃ।
নষ্টকুষ্ঠং রূপপুষ্টং ভক্তিতুষ্টং চকার যঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

মাঘে সন্ন্যাস, ফাল্গুনে পুরীধামে বাস, চৈত্রে সার্ব্বভৌমোদ্ধার, বৈশাখে দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণেচ্ছা ঃ—

এইমতে সার্ব্বভৌমের নিস্তার করিল।
দক্ষিণ-গমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল ॥ ৩ ॥

মাঘ-শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস।
ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস ॥ ৪ ॥

ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল।
প্রেমাবেশে বহুবিধ নৃত্যগীত কৈল ॥ ৫ ॥

চৈত্রে রহি' কৈল সার্ব্বভৌম-বিমোচন।
বৈশাখের প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন ॥ ৬ ॥

ভক্তগণের নিকট কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন ও বিদায় যাচ্ঞা ঃ—

নিজগণ আনি' কহে বিনয় করিয়া।
আলিঙ্গন করি' সবায় শ্রীহস্তে ধরিয়া ॥ ৭ ॥

"তোমা-সবা জানি আমি প্রাণাধিক করি'।
প্রাণ ছাড়া যায়, তোমা-সবা ছাড়িতে না পারি ॥ ৮ ॥

তুমি-সব বন্ধু মোর বন্ধুকৃত্য কৈলে।
ইঁহা আনি' মোরে জগন্নাথ দেখাইলে ॥ ৯ ॥

এবে সবা-স্থানে মুঞি মাগোঁ এক দানে।
সবে মেলি' আজ্ঞা দেহ, যাইব দক্ষিণে ॥ ১০ ॥

অগ্রজ-বিশ্বরূপের সন্ধানছলে দাক্ষিণাত্য-উদ্ধার জন্য একাকী যাইবার ইচ্ছা ঃ—

বিশ্বরূপ-উদ্দেশে অবশ্য আমি যাব।
একাকী যাইব, কেহো সঙ্গে না লইব ॥ ১১ ॥

সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আসি যাবৎ।
নীলাচলে তুমি-সব রহিবে তাবৎ ॥" ১২ ॥

বিশ্বরূপ-সিদ্ধি-প্রাপ্তি জানেন সকল।
দক্ষিণ-দেশ উদ্ধারিতে করেন এই ছল ॥ ১৩ ॥

ভক্তগণের দুঃখ ঃ—

শুনিয়া সবার মনে হৈল মহাদুঃখ।
নিঃশব্দ হইলা, সবার শুকাইল মুখ ॥ ১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যিনি দয়ার্দ্রবুদ্ধি হইয়া 'বাসুদেব'-নামক ভক্তকে কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত করিয়া সুন্দররূপে পুষ্ট করত ভক্তিতুষ্ট করিয়াছিলেন, সেই ধন্য চৈতন্যদেবকে আমি নমস্কার করি।

অনুভাষ্য

১। যঃ দয়ার্দ্রধীঃ (দয়য়া আর্দ্রা ধীর্যস্য সঃ) [কুষ্ঠরোগা-ক্রান্তং] বাসুদেবং নষ্টকুষ্ঠং (বিগতকুষ্ঠরোগং) রূপপুষ্টং (সৌন্দর্য্যময়ং) ভক্তিতুষ্টং চকার, তং ধন্যং চৈতন্যং নৌমি।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩। মহাপ্রভু—সর্ব্বজ্ঞ ; বিশ্বরূপের যে তৎপূর্ব্বে সিদ্ধিপ্রাপ্তি হইয়াছে, তাহা তিনি সমুদায় জানিতেন, পরন্তু দক্ষিণদেশ উদ্ধার করিবার জন্য বিশ্বরূপের অনুসন্ধান করিবেন, এই ছল বাহির করিলেন।

অনুভাষ্য

১৩। মধ্য, ৯ম পঃ ২৯৯-৩০০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সঙ্গে অনুগমনজন্য নিতাইর প্রার্থনা ঃ—

নিত্যানন্দপ্রভু কহে,—"ঐছে কৈছে হয় ?
একাকী যাইবে তুমি, কে ইহা সহয় ?? ১৫ ॥
দুই-এক সঙ্গে চলুক, না পড় হঠ-রঙ্গে ।
যারে কহ, সেই দুই চলুক্ তোমার সঙ্গে ॥ ১৬ ॥
দক্ষিণের তীর্থপথ আমি সব জানি ।
আমি সঙ্গে যাই, প্রভু, আজ্ঞা দেহ তুমি ॥" ১৭ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক নিত্যানন্দ-জগদানন্দ-দামোদর প্রভৃতির কৃত্রিম-নিন্দাচ্ছলে গুণগান ঃ—

প্রভু কহে,—'আমি নর্ত্তক, তুমি—সূত্রধার ।
তুমি যৈছে নাচাও, তৈছে নর্ত্তন আমার ॥ ১৮ ॥
সন্ন্যাস করিয়া আমি চলিলাঙ বৃন্দাবন ।
তুমি আমা লঞা আইলে অদ্বৈত-ভবন ॥ ১৯ ॥
নীলাচল আসিতে, পথে ভাঙ্গিলা মোর দণ্ড ।
তোমা-সবার গাঢ়-স্নেহে আমার কার্য্য-ভঙ্গ ॥ ২০ ॥
জগদানন্দ চাহে আমা বিষয় ভুঞ্জাইতে ।
যেই কহে, সেই ভয়ে চাহিয়ে করিতে ॥ ২১ ॥
কভু যদি ইঁহার বাক্য করিয়ে অন্যথা ।
ক্রোধে তিনদিন মোরে নাহি কহে কথা ॥ ২২ ॥
মুকুন্দ হয়েন দুঃখী দেখি' সন্ন্যাস-ধর্ম্ম ।
তিনবারে শীতে স্নান, ভূমিতে শয়ন ॥ ২৩ ॥
অন্তরে দুঃখী মুকুন্দ, নাহি কহে মুখে ।
ইহার দুঃখ দেখি' মোর দ্বিগুণ হয়ে দুঃখে ॥ ২৪ ॥

দামোদর-ব্রহ্মচারীর নিরপেক্ষতায় প্রভুর কটাক্ষ ঃ—

আমি ত'—সন্ন্যাসী, দামোদর—ব্রহ্মচারী ।
সদা রহে আমার উপর শিক্ষা-দণ্ড ধরি' ॥ ২৫ ॥
ইঁহার আগে আমি না জানি ব্যবহার ।
ইঁহারে না ভায় স্বতন্ত্র চরিত্র আমার ॥ ২৬ ॥
লোকাপেক্ষা নাহি ইঁহার কৃষ্ণকৃপা হৈতে ।
আমি কভু লোকাপেক্ষা না পারি ছাড়িতে ॥ ২৭ ॥

সকলকে প্রভুর প্রত্যাবর্ত্তন-পর্য্যন্ত পুরীতে থাকিতে অনুরোধ ঃ—

অতএব তুমি-সব রহ নীলাচলে ।
দিন-কত তীর্থ আমি ভ্রমিব একলে ॥" ২৮ ॥

স্বভক্তের দোষপ্রদর্শনছলে গুণবর্ণন ঃ—

ইঁহা-সবার বশ প্রভু হয়ে যে-যে-গুণে ।
দোষরূপ-ছলে করে গুণ আস্বাদনে ॥ ২৯ ॥

প্রভুর অনুপম ভক্তবাৎসল্য ঃ—

চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য—অকথ্য-কথন ।
আপনে বৈরাগ্য-দুঃখ করেন সহন ॥ ৩০ ॥

ভক্তের জন্য প্রভুর কষ্ট-স্বীকার, ভক্তের তাহাতে দুঃখ ঃ—

সেই দুঃখ দেখি' যেই ভক্ত দুঃখ পায় ।
সেই দুঃখ তাঁর শক্ত্যে সহন না যায় ॥ ৩১ ॥
গুণ-দোষোদ্গার-ছলে সবা নিষেধিয়া ।
একাকী ভ্রমিবেন তীর্থ বৈরাগ্য করিয়া ॥ ৩২ ॥

স্বতন্ত্র-ঈশ্বর প্রভু স্ব-সঙ্কল্পে অটল ঃ—

তবে চারিজন বহু মিনতি করিল ।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু কভু না মানিল ॥ ৩৩ ॥

নিতাইর সর্ব্বশেষ প্রার্থনা ঃ—

তবে নিত্যানন্দ কহে,—"যে আজ্ঞা তোমার ।
দুঃখ-সুখ যে হউক্, কর্ত্তব্য আমার ॥ ৩৪ ॥
কিন্তু এক নিবেদন করোঁ আর বার ।
বিচার করিয়া তাহা কর অঙ্গীকার ॥ ৩৫ ॥

কৌপীন-বহির্ব্বাস ও জলপাত্র বহিবার জন্য সঙ্গে লোক লইতে প্রার্থনা ঃ—

কৌপীন, বহির্ব্বাস আর জলপাত্র ।
আর কিছু নাহি যাবে, সবে এই মাত্র ॥ ৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫-২৬। দামোদর (ব্রহ্মচারী) আমাকে সর্ব্বদা এরূপ শিক্ষাদণ্ড দেন, যাহাতে এরূপ প্রতীতি হয় যে, আমি ইঁহার সম্মুখে যেন একজন ব্যবহার-জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি।

২৭। দামোদর পণ্ডিত প্রভৃতির প্রতি কৃষ্ণকৃপা অধিক বলিয়া, ইঁহারা লোকাপেক্ষা না করিয়া আমাকে অনেকপ্রকার বিষয় ভোগ করাইতে চাহেন। কিন্তু আমি দীন সন্ন্যাসী, লোকাপেক্ষা ছাড়িতে না পারিয়া, যথাধর্ম্ম ব্যবহার করিয়া থাকি।

অনুভাষ্য

১৬। হঠ-রঙ্গে—ঠগ বা জুয়াচোরের পাল্লায়।

২৪। সন্ন্যাসধর্ম্মপালনের জন্য আমি শীতকালেও তিনবার স্নান এবং শয্যারহিত হইয়া ভূমিতে শয়ন করি ; তাহা দেখিয়া মুকুন্দ দুঃখিত হন। আমার জন্য মুকুন্দের মনে দুঃখ হয় জানিয়া তজ্জন্য আমি দ্বিগুণ দুঃখিত হই।

২৫। সন্ন্যাসী—ব্রহ্মচারীর গুরু ; তজ্জন্য 'ব্রহ্মচারী' হইয়া সন্ন্যাসীকে উপদেশ দেওয়া অসঙ্গত।

২৬। না ভায়—মনে ধরে না, ভাল লাগে না।

২৯। পূর্ব্বকথিত ভক্তগণের যে যে গুণে প্রভু বাধ্য হইয়াছিলেন, ঐগুলিকেই 'ছলপূর্ব্বক দোষ' বলিয়া উল্লেখ করিয়া ভক্তগণের মহিমা জ্ঞাপন করিলেন।

প্রভুর সংখ্যা-নাম-জপ ঃ—

তোমার দুই হস্ত বদ্ধ নাম-গণনে।
জলপাত্র-বহির্ব্বাস বহিবে কেমনে ॥ ৩৭ ॥
প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন।
এ-সব সামগ্রী তোমার কে করে রক্ষণ ॥ ৩৮ ॥

কৃষ্ণদাস-বিপ্রকে সঙ্গে লইতে অনুরোধ ঃ—

'কৃষ্ণদাস'-নামে এই সরল ব্রাহ্মণ।
ইঁহো সঙ্গে করি' লহ, ধর নিবেদন ॥ ৩৯ ॥
জলপাত্র-বস্ত্র বহি' তোমা-সঙ্গে যাবে।
যে তোমার ইচ্ছা কর, কিছু না বলিবে ॥" ৪০ ॥

প্রভুর স্বীকার ঃ—

তবে তাঁর বাক্য প্রভু করি' অঙ্গীকারে।
তাহা-সবা লঞা গেলা সার্ব্বভৌম-ঘরে ॥ ৪১ ॥

সার্ব্বভৌম-গৃহে গমন ঃ—

নমস্করি' সার্ব্বভৌম আসন নিবেদিল।
সবাকারে মিলি' তবে আসনে বসিল ॥ ৪২ ॥

ভট্টাচার্য্যের নিকট বিদায় যাচ্ঞা ঃ—

নানা কৃষ্ণবার্ত্তা প্রভু কহিল তাঁহারে।
"তোমার ঠাঞি আইলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বরূপ-অন্বেষণের ছল ঃ—

সন্ন্যাস করি' বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে।
অবশ্য করিব আমি তাঁর অন্বেষণে ॥ ৪৪ ॥
আজ্ঞা দেহ, অবশ্য আমি দক্ষিণে চলিব।
তোমার আজ্ঞাতে শুভে লেউটি' আসিব ॥" ৪৫ ॥

ভট্টাচার্য্যের বিরহ-দুঃখোক্তি ঃ—

শুনি' সার্ব্বভৌম হৈলা অত্যন্ত কাতর।
চরণে ধরিয়া কহে বিষাদ-উত্তর ॥ ৪৬ ॥
"বহুজন্মের পুণ্যফলে পাই তোমার সঙ্গ।
হেন-সঙ্গ বিধি মোর করিলেক ভঙ্গ ॥ ৪৭ ॥
শিরে বজ্র পড়ে যদি, পুত্র মরি' যায়।
তাহা সহি, তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায় ॥ ৪৮ ॥

কয়েকদিন অপেক্ষার জন্য প্রভুকে অনুরোধ ঃ—

স্বতন্ত্র-ঈশ্বর তুমি করিবে গমন।
দিন-কথো রহ, দেখি তোমার চরণ ॥" ৪৯ ॥

প্রভুর সম্মতি ঃ—

তাহার বিনয়ে প্রভুর শিথিল হৈল মন।
রহিল দিবস-কথো, না কৈল গমন ॥ ৫০ ॥

ভট্টাচার্য্যের প্রভুকে নিমন্ত্রণ, তদ্‌গৃহিণীর রন্ধন ঃ—

ভট্টাচার্য্য আগ্রহ করি' করেন নিমন্ত্রণ।
গৃহে পাক করি' প্রভুকে করা'ন ভোজন ॥ ৫১ ॥
তাঁহার ব্রাহ্মণী, তাঁর নাম—'ষাঠীর মাতা'।
রান্ধি' ভিক্ষা দেন তেঁহো, আশ্চর্য্য তাঁর কথা ॥ ৫২ ॥
আগে ত' কহিব তাহা করিয়া বিস্তার।
এবে কহি প্রভুর দক্ষিণ-যাত্রা-সমাচার ॥ ৫৩ ॥

পাঁচদিন পরে পুনরায় বিদায়-যাচ্ঞা ঃ—

দিন পাঁচ রহি' প্রভু ভট্টাচার্য্য-স্থানে।
চলিবার লাগি' আজ্ঞা মাগিলা আপনে ॥ ৫৪ ॥

ভট্টাচার্য্যের সম্মতি ঃ—

প্রভুর আগ্রহে ভট্ট সম্মত হইলা।
প্রভু তাঁরে লঞা জগন্নাথ-মন্দিরে গেলা ॥ ৫৫ ॥

জগন্নাথমন্দিরে গিয়া প্রভুর তৎসমীপে আজ্ঞা-যাচ্ঞা ও মালা-প্রসাদ-প্রাপ্তির পর মন্দির প্রদক্ষিণপূর্ব্বক যাত্রা ঃ—

দর্শন করি' ঠাকুর-পাশ আজ্ঞা মাগিলা।
পূজারী মালা-প্রসাদ প্রভুরে আনি' দিলা ॥ ৫৬ ॥
আজ্ঞা-মালা পাঞা হর্ষে নমস্কার করি'।
আনন্দে দক্ষিণ-দেশে চলে গৌরহরি ॥ ৫৭ ॥
ভট্টাচার্য্য-সঙ্গে আর যত নিজগণ।
জগন্নাথ প্রদক্ষিণ করি' করিলা গমন ॥ ৫৮ ॥

অনুভাষ্য

৩৭-৩৮। সংখ্যা-নাম গণনা করিবার জন্য প্রভুর দুই হস্ত আবদ্ধ থাকিত, সুতরাং অন্যে কমণ্ডলু ও বহির্ব্বাসাদি না বহিলে প্রয়োজনকালে প্রভু ব্যবহার্য্য দ্রব্য পাইবেন না। প্রেমাবেশে অচেতন হইলে তৎকালে দ্রব্যাদি রক্ষার্থ লোকের আবশ্যক। শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক সংখ্যা-নাম-গণনা-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে—"বধ্নন্ প্রেমভরপ্রকম্পিতকরো গ্রন্থীন্ কটীডোরকৈঃ সংখ্যাতুং নিজলোক-মঙ্গল-হরেকৃষ্ণেতি নাম্নাং জপন্" ইত্যাদি বাক্য, স্তবমালায়—"হরে কৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নামগণনাকৃত-গ্রন্থিশ্রেণী-সুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ" ইত্যাদি চৈতন্যাষ্টক-শ্লোক আলোচ্য।

৩৯। এই কালাকৃষ্ণদাস বিপ্র ও নিত্যসিদ্ধ ব্রজসখা দ্বাদশ গোপালের অন্যতম নিত্যানন্দৈকপ্রাণ কালাকৃষ্ণদাস (আদি ১১ পঃ ৩৭ সংখ্যা), উভয়ে পৃথক্ ব্যক্তি। পূর্ব্বোক্ত বিপ্র পরে গৌড়ে গিয়াছিলেন—মধ্য, ১০ম পঃ ৬২-৭৪।

৪৫। লেউটি—পশ্চিমদেশীয় (হিন্দী) শব্দ 'লৌট', ফিরিয়া।

প্রভুর আলালনাথ-পথে দক্ষিণ-যাত্রা ঃ—

সমুদ্র-তীরে-তীরে আলালনাথ-পথে ।
সার্ব্বভৌম কহিলেন আচার্য্য-গোপীনাথে ॥ ৫৯ ॥

গোপীনাথদ্বারা সার্ব্বভৌমের ৪ খানা কৌপীন-বহির্ব্বাস গৃহ হইতে আনাইয়া প্রভুকে দান ঃ—

"চারি কৌপীন-বহির্ব্বাস রাখিয়াছি ঘরে ।
তাহা, প্রসাদান্ন, লঞা আইস বিপ্রদ্বারে ॥" ৬০ ॥

রায়রামানন্দসহ সাক্ষাৎকারের জন্য সার্ব্বভৌমের প্রভুকে অনুরোধ ঃ—

তবে সার্ব্বভৌম কহে প্রভুর চরণে ।
"অবশ্য পালিবে, প্রভু, মোর নিবেদনে ॥ ৬১ ॥
'রামানন্দ রায়' আছে গোদাবরী-তীরে ।
অধিকারী হয়েন তেঁহো বিদ্যানগরে ॥ ৬২ ॥
শূদ্র বিষয়ি-জ্ঞানে উপেক্ষা না করিবে ।
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে ॥ ৬৩ ॥

রায় রামানন্দের প্রশংসা ঃ—

তোমার সঙ্গের যোগ্য তেঁহো একজন ।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম ॥ ৬৪ ॥
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস,—দুঁহের তেঁহো সীমা ।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা ॥ ৬৫ ॥

পূর্ব্বে বৈষ্ণবকে স্মার্ত্ত অপেক্ষা লঘু-জ্ঞানে ভট্টের উপহাস ঃ—

অলৌকিক বাক্য চেষ্টা তাঁর না বুঝিয়া ।
পরিহাস করিয়াছি তাঁরে 'বৈষ্ণব' জানিয়া ॥ ৬৬ ॥

পরে চৈতন্য-কৃপায় চিন্ময়-বৈষ্ণব-মহিম-উপলব্ধি ঃ—

তোমার প্রসাদে এবে জানিনু তাঁর তত্ত্ব ।
সম্ভাষিলে জানিবে তাঁর যেমন মহত্ত্ব ॥" ৬৭ ॥

প্রভুর তদ্বাক্যপালনে সম্মতি ঃ—

অঙ্গীকার করি' প্রভু তাঁহার বচন ।
তবে বিদায় দিতে তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥ ৬৮ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক বৈষ্ণব-গৃহস্থকে সম্মান ঃ—

"ঘরে কৃষ্ণ ভজি' মোরে করিহ আশীর্ব্বাদে ।
নীলাচলে আসি' যেন তোমার প্রসাদে ॥" ৬৯ ॥

প্রভুর যাত্রা ও সার্ব্বভৌমের মূর্চ্ছা ঃ—

এত বলি' মহাপ্রভু করিলা গমন ।
মূর্চ্ছিত হঞা তাঁহা পড়িলা সার্ব্বভৌম ॥ ৭০ ॥

নিরপেক্ষ প্রভু ঃ—

তাঁরে উপেক্ষিয়া কৈল শীঘ্র গমন ।
কে বুঝিতে পারে মহাপ্রভুর চিত্ত-মন ॥ ৭১ ॥
মহানুভাবের চিত্তের স্বভাব এই হয় ।
পুষ্প-সম কোমল, কঠিন বজ্রময় ॥ ৭২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৯। সমুদ্রতীর দিয়া দক্ষিণ যাইতে পুরী হইতে ছয় ক্রোশ দূরে 'আলালনাথ' গ্রাম। তথায় 'আলালনাথ'—চতুর্ভুজ-বাসুদেব-বিগ্রহ। বনমধ্যে একটী ক্ষুদ্রগ্রামে তাঁহার মন্দির ; তথায় অতি উৎকৃষ্ট পরমান্ন-ভোগ হয়। পাণ্ডারা এখনও উষ্ণপরমান্নের দাগ শ্রীবিগ্রহে দেখাইয়া থাকে।

৬২। অধিকারী—রাজার প্রধান কর্ম্মচারী। বিদ্যানগরকে আজকাল 'পোরবন্দর' বলে।

অনুভাষ্য

৬৩। শূদ্র—উৎকলদেশীয় সমাজে করণ-জাতি—'শৌক্র-শূদ্র' বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীরামানন্দ করণ-জাতিতে উদ্ভূত হন ; তজ্জন্য লৌকিক-দৃষ্টিতে তিনি শৌক্রশূদ্র হইয়াও বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্মণ-গুরু বৈষ্ণব-পরমহংস ছিলেন।

বিষয়ী—স্ত্রী-পুত্রাদি-কথারত অথবা বাহ্য-রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি প্রযুক্ত করিয়া তাহাতে প্রমত্ত। শ্রীরামানন্দ বহির্দৃষ্টিতে কৌপীনবিশিষ্ট সন্ন্যাসী নহেন, তজ্জন্য লৌকিক-দৃষ্টিতে রাজভৃত্য বিষয়ী, বস্তুতঃ তিনি বিদ্বৎ বা নরোত্তম-সন্ন্যাসী ছিলেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বে বৈষ্ণব না থাকিলেও রামানন্দ-রায়ের নৈসর্গিক-বৈষ্ণবতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আবার, শ্রীপ্রভুর কৃপায় ভক্ত হইবার পর রামানন্দের কথা আলোচনা করিয়া তাঁহাকে 'অধিকারী রসিকভক্ত' বলিয়া বুঝিয়াছিলেন।

৬৬। চৈতন্যবিমুখ প্রকৃতি-বাদী জ্ঞানী ও কর্ম্মিগণ চৈতন্যাশ্রিত বৈষ্ণবকে এইরূপই বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত দল—প্রত্যক্ষানুমান-সর্ব্বস্ব অক্ষজ-জ্ঞানমত্ত তর্কপন্থী ; শেষোক্ত ব্যক্তি শব্দপ্রমাণসম্বল অধোক্ষজ-সেবক ও শ্রৌতপন্থী।

৬৯। কৃষ্ণসেবক বহির্দৃষ্টিতে গার্হস্থ্যাশ্রম অলঙ্কৃত করিলেও, বাস্তবিকপক্ষে, সাধারণ গোদাস গৃহব্রত বা গৃহমেধিগণের সহিত সমান নহেন। "যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।" (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত 'শরণাগতি')—এই কথা কায়-মনোবাক্যে কীর্ত্তন করিতে বৈষ্ণব-গৃহস্থই একমাত্র অধিকারী ; এইজন্য শ্রীচৈতন্য-পদাশ্রিত যথার্থ শুদ্ধ-বৈষ্ণবগৃহস্থ যে সন্ন্যাসীরও প্রণম্য ও গুরু, তাহা প্রভু কৃষ্ণভজন-মহিমানভিজ্ঞ জীবের শিক্ষার জন্য সার্ব্বভৌমের নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া দেখাইলেন।

৭১-৭২। প্রভুর নিরপেক্ষতা—মধ্য, ৩য় পঃ ২১২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের সমাশ্রয় ভগবানের ন্যায় ভগবদ্ভক্তও কোমল ও কঠোর ঃ—

ভবভূতিকৃত 'উত্তর-রামচরিতে' তৃতীয়াঙ্কে ২।৭—২৩শ শ্লোক

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি ।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ ॥ ৭৩ ॥

নিতাইর সার্ব্বভৌমকে গৃহে প্রেরণ ঃ—

নিত্যানন্দপ্রভু ভট্টাচার্য্যে উঠাইল ।
তাঁর লোকসঙ্গে তাঁরে ঘরে পাঠাইল ॥ ৭৪ ॥

ভক্তগণসঙ্গে আলালনাথ-আগমন ঃ—

ভক্তগণ শীঘ্র আসি' লৈল প্রভুর সাথ ।
বস্ত্র-প্রসাদ লঞা তবে আইলা গোপীনাথ ॥ ৭৫ ॥
সবা-সঙ্গে প্রভু তবে আলালনাথ আইলা ।
নমস্কার করি' তারে বহুস্তুতি কৈলা ॥ ৭৬ ॥

আলালনাথ নারায়ণ-দর্শনে প্রভুর স্তব-নৃত্য-গীত ঃ—

প্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈল কতক্ষণ ।
দেখিতে আইলা তাঁহা বৈসে যত জন ॥ ৭৭ ॥

প্রভুদর্শনার্থে বহুলোকের আগমন ও হরিসঙ্কীর্ত্তন ঃ—

চৌদিকেতে সব লোক বলে 'হরি' 'হরি' ।
প্রেমাবেশে মধ্যে নৃত্য করে গৌরহরি ॥ ৭৮ ॥
কাঞ্চন-সদৃশ দেহ, অরুণ বসন ।
পুলকাশ্রু-কম্প-স্বেদ তাহাতে ভূষণ ॥ ৭৯ ॥
দেখিতে লোকের মনে হৈল চমৎকার ।
যত লোক আইসে, কেহ নাহি যায় ঘর ॥ ৮০ ॥
কেহ নাচে, কেহ গায়, 'শ্রীকৃষ্ণ' 'গোপাল' ।
প্রেমেতে ভাসিল লোক, স্ত্রী-বৃদ্ধ-আবাল ॥ ৮১ ॥
দেখি' নিত্যানন্দ প্রভু কহে ভক্তগণে ।
"এইরূপে নৃত্য আগে হবে গ্রামে গ্রামে ।।" ৮২ ॥

প্রভুকে ছাড়িতে লোকের অনিচ্ছা-দর্শনে প্রসাদ-পাওয়াইবার ছলে প্রভুকে অপসরণ ঃ—

অতিকাল হৈল, লোক ছাড়িয়া না যায় ।
তবে নিত্যানন্দ-গোসাঞি সৃজিল উপায় ॥ ৮৩ ॥
মধ্যাহ্ন করিতে গেলা প্রভুকে লঞা ।
তাহা দেখি' লোক আইসে চৌদিকে ধাঞা ॥ ৮৪ ॥

ভক্তগণের মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ ঃ—

মধ্যাহ্ন করিতে আইলা দেবতা-মন্দিরে ।
নিজগণ প্রবেশি' কপাট দিল বহির্দ্বারে ॥ ৮৫ ॥

গোপীনাথকর্ত্তৃক প্রভুকে ভিক্ষা দান ; ভক্তগণের প্রভুর অবশেষ প্রাপ্তি ঃ—

তবে দুই প্রভুরে গোপীনাথ ভিক্ষা করাইল ।
প্রভুর শেষ প্রসাদান্ন সবে বাঁটি' খাইল ॥ ৮৬ ॥

মন্দিরের বাহিরে প্রভুদর্শনার্থ বহুলোক-সমাগম ঃ—

শুনি' শুনি' লোক-সব আসি' বহির্দ্বারে ।
'হরি' 'হরি' বলি' লোক কলরব করে ॥ ৮৭ ॥

মন্দিরদ্বার-মোচন ও সকলের প্রভুকে দর্শন ঃ—

তবে মহাপ্রভু দ্বার করাইল মোচন ।
আনন্দে আসিয়া লোক পাইল দরশন ॥ ৮৮ ॥

সমস্ত দিন ব্যাপিয়া লোকের প্রভুদর্শনফলে বৈষ্ণবত্ব-লাভ ঃ—

এইমত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লোক আসে, যায় ।
'বৈষ্ণব' হইল লোক, সবে নাচে, গায় ॥ ৮৯ ॥

আলালনাথে ভক্তগণসঙ্গে রাত্রিবাস ঃ—

এইরূপে সেই ঠাঞি ভক্তগণ-সঙ্গে ।
সেই রাত্রি গোঙাইল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ৯০ ॥

প্রাতে পুনরায় যাত্রা ঃ—

প্রাতঃকালে স্নান করি' করিলা গমন ।
ভক্তগণে বিদায় দিলা করি' আলিঙ্গন ॥ ৯১ ॥

প্রভুর নিরপেক্ষতা ঃ—

মূর্চ্ছিত হঞা সবে ভূমিতে পড়িলা ।
তাঁহা-সবা পানে প্রভু ফিরি' না চাহিলা ॥ ৯২ ॥

প্রভুর পশ্চাতে জলপাত্রাদি-বাহক কৃষ্ণদাস ঃ—

বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভু চলিলা দুঃখী হঞা ।
পাছে কৃষ্ণদাস যায় জলপাত্র লঞা ॥ ৯৩ ॥

সেইদিন ভক্তগণের উপবাসানন্তর পুরী-গমন ঃ—

ভক্তগণ উপবাসী তাঁহাই রহিলা ।
আর দিনে দুঃখী হঞা নীলাচলে আইলা ॥ ৯৪ ॥
মত্তসিংহ-প্রায় প্রভু করিলা গমন ।
প্রেমাবেশে যায় করি' নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৯৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৩। অলৌকিক পুরুষদিগের চিত্ত বজ্র অপেক্ষা কঠোর, আবার কুসুম অপেক্ষা মৃদু ; অন্যে তাহা বুঝিবার যোগ্য হয় না।

অনুভাষ্য

৭৩। বজ্রাৎ অপি কঠোরাণি, কুসুমাৎ (পুষ্পাৎ) অপি মৃদূনি (কোমলানি) ; লোকোত্তরাণাং (অসাধারণালৌকিকানাং) চেতাংসি (অন্তঃকরণানি) বিজ্ঞাতুং (বোদ্ধুং) কঃ হি ঈশ্বরঃ (সমর্থঃ)?

৭৫। সাথ—সঙ্গ।

৮১। আদি, ৭ম পঃ ২৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮৩। অতিকাল—সময় অতিক্রান্ত হওয়ায়।

শ্রীমুখকীর্ত্তিত-শ্লোক—

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে ।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে ॥
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! রক্ষ মাম্ ।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! পাহি মাম্ ॥
রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রক্ষ মাম্ ।
কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! পাহি মাম্ ॥ ৯৬ ॥

লোককে হরিনাম দান ঃ—

এই শ্লোক পথে পড়ি' চলিলা গৌরহরি ।
লোক দেখি' পথে কহে,—বল 'হরি' 'হরি' ॥ ৯৭ ॥

প্রভুর মুখে নাম-শ্রবণে লোকের হরিনাম-গ্রহণ ঃ—

সেই লোক প্রেমমত্ত হঞা বলে 'হরি' 'কৃষ্ণ' ।
প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শন-সতৃষ্ণ ॥ ৯৮ ॥

প্রভুর শক্তিসঞ্চারে সেই বৈষ্ণবকর্ত্তৃক তদ্গ্রামস্থ সকলের বৈষ্ণবতা ঃ—

কতক্ষণে রহি' প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া ।
বিদায় করিল তারে শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ ৯৯ ॥
সেইজন নিজ-গ্রামে করিয়া গমন ।
'কৃষ্ণ' বলি' হাসে, কান্দে, নাচে অনুক্ষণ ॥ ১০০ ॥
যারে দেখে, তারে কহে,—কহ কৃষ্ণনাম ।
এইমত 'বৈষ্ণব' কৈল সব নিজ-গ্রাম ॥ ১০১ ॥

অন্যগ্রামবাসীরও সেই বৈষ্ণবদর্শন-কৃপাফলে বৈষ্ণবত্ব-প্রাপ্তি ঃ—

গ্রামান্তর হৈতে দেখিতে আইল যত জন ।
তাঁর দর্শন-কৃপায় হয় তাঁর সম ॥ ১০২ ॥

এইরূপে সমগ্র দাক্ষিণাত্যবাসীর উদ্ধার ও বৈষ্ণবত্ব লাভ ঃ—

সেই যাই' গ্রামের লোক বৈষ্ণব করয় ।
অন্যগ্রামী আসি' তাঁরে দেখি' বৈষ্ণব হয় ॥ ১০৩ ॥
সেই যাই' অন্য গ্রামে করে উপদেশ ।
এইমত 'বৈষ্ণব' হৈল সব দক্ষিণ-দেশ ॥ ১০৪ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক বহু ভাগ্যবান্ জীবের উদ্ধার ঃ—

এইমত পথে যাইতে শত শত জন ।
'বৈষ্ণব' করেন তাঁরে করি' আলিঙ্গন ॥ ১০৫ ॥

প্রভুর ভিক্ষাদাতার দর্শনকারিগণেরও বৈষ্ণবত্ব-লাভের পর আচার্য্যরূপে বহুলোকোদ্ধার ঃ—

যেই গ্রামে রহি' ভিক্ষা করেন যাঁর ঘরে ।
সেই গ্রামের যত লোক আইসে দেখিবারে ॥ ১০৬ ॥
প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত ।
সেইসব আচার্য্য হঞা তারিল জগৎ ॥ ১০৭ ॥

এইরূপে সমগ্র দক্ষিণদেশের উদ্ধার ঃ—

এইমত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে ।
সর্ব্বদেশ 'বৈষ্ণব' হৈল প্রভুর সম্বন্ধে ॥ ১০৮ ॥

প্রভুর কৃপা-মহিমা নবদ্বীপ অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যে অধিকতর প্রকাশিত ঃ—

নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈলা প্রকাশে ।
সে শক্তি প্রকাশি' নিস্তারিল দক্ষিণদেশে ॥ ১০৯ ॥

চৈতন্যভক্তেরই ভগবৎকৃপাশক্তিতে বিশ্বাস ঃ—

প্রভুকে যে ভজে, তারে তাঁর কৃপা হয় ।
সেই সে এ-সব লীলা সত্য করি' লয় ॥ ১১০ ॥

অপ্রাকৃত-লীলায় বিশ্বাস-ফলেই নিত্যকল্যাণ-লাভ, নতুবা অক্ষজ-জ্ঞানে সর্ব্বনাশ ঃ—

অলৌকিক-লীলায় যার না হয় বিশ্বাস ।
ইহলোক, পরলোক তার হয় নাশ ॥ ১১১ ॥
প্রথমেই কহিল প্রভুর যেরূপে গমন ।
এইমত জানিহ যাবৎ দক্ষিণ-ভ্রমণ ॥ ১১২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৬। রক্ষ মাং—আমাকে রক্ষা করুন ; পাহি মাং—আমাকে পালন করুন।

৯৯। শক্তি সঞ্চারিয়া—হ্লাদিনী-শক্তির সারভাগ ও সম্বিৎ-শক্তির সারভাগ,—দুই একত্রে 'ভক্তি-শক্তি' হয়। কৃষ্ণ বা ভক্ত কৃপা করিয়া সেই শক্তি যাঁহাকে সঞ্চার করেন, তিনি 'পরমভক্ত' হন। মহাপ্রভু যাঁহাকে কৃপা করিতেন, তাঁহাতে সেইরূপ শক্তি সঞ্চার করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারভার অর্পণ করিতেন।

১০৮। সেতুবন্ধ—সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, সমুদ্রতীরে, রাম-নদের অপর-পার ; ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে।

১০৯। নবদ্বীপধাম হইলেও তথায় তৎকালে ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রের বিশেষ প্রবলতা থাকায়, সেই সেই শাস্ত্রের অধ্যাপক-দিগের মধ্যে অনেকগুলি বহির্ম্মুখ লোক ছিল, তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রভু কোন বিশেষ শক্তি প্রকাশ করেন নাই ; এইজন্য গ্রন্থকার এইরূপ বলিয়াছেন।

অনুভাষ্য

৯২। মধ্য, ৩য় পঃ ২১২ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১১১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অলৌকিক লীলা—প্রোজ্ঝিতকৈতব, নিরস্তকুহক, অপ্রাকৃত চিদৈশ্বর্য্যময়ী—জীবের নিত্য চরম-কল্যাণ-প্রদ, সুতরাং বাস্তববস্তু ; উহা মায়াবদ্ধ বঞ্চক ও বঞ্চিত জীবের গুণময়-ধারণাজাত হিংসামূলক বুজরুকী নহে। বুজরুকী বা কুহকের দ্বারা, বঞ্চক ও বঞ্চিত উভয়েরই কৃষ্ণসেবা হইতে বিক্ষেপ-ফলে সর্ব্বনাশ ঘটে।

শ্রীকূর্ম্মে গমন ও বিগ্রহ-দর্শনে নৃত্যগীত ঃ—

এইমত যাইতে যাইতে গেলা কূর্ম্মস্থানে ।
কূর্ম্ম দেখি' কৈল তাঁরে স্তবন-প্রণামে ॥ ১১৩ ॥

প্রভুর নৃত্যগীতদর্শনে লোকের চমৎকার ঃ—

প্রেমাবেশে হাসি' কান্দি' নৃত্য-গীত কৈল ।
দেখি' সর্ব্ব লোকের চিত্তে চমৎকার হৈল ॥ ১১৪ ॥

আশ্চর্য্য শুনিয়া লোক আইল দেখিবারে ।
প্রভুর রূপ-প্রেম দেখি' হৈলা চমৎকারে ॥ ১১৫ ॥

প্রভুদর্শনে লোকের বৈষ্ণবত্ব-লাভ ঃ—

দর্শনে 'বৈষ্ণব' হৈল, বলে 'কৃষ্ণ' 'হরি' ।
প্রেমাবেশে নাচে লোক উর্দ্ধবাহু করি' ॥ ১১৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৩। কূর্ম্মস্থান—তীর্থ ; তথায় কূর্ম্মদেবের মন্দির আছে। 'প্রপন্নামৃতে' কথিত আছে যে, শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীপুরুষোত্তম হইতে শ্রীরামানুজ-স্বামীকে কূর্ম্মতীর্থে রাত্রে টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

১১৩। কূর্ম্মস্থান—বি, এন, আর, লাইনে গঞ্জাম-জেলায় 'চিকা কোলরোড়' ষ্টেশন হইতে আটমাইল পূর্ব্বে 'কূর্ম্মাচল' বা 'শ্রীকূর্ম্মম্' ; ইহা তেলেগুভাষিগণের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ ('গঞ্জাম ম্যানুয়েল্')। তথায় কূর্ম্মমূর্ত্তি বিরাজমান ; শ্রীরামানুজ যেকালে একাদশ-শক-শতাব্দীতে কূর্ম্মাচলে শ্রীজগন্নাথদেব-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হন, তখন কূর্ম্মমূর্ত্তিকে তিনি শিবমূর্ত্তিজ্ঞান করায় উপবাস করেন, পরে তাঁহাকে বিষ্ণুমূর্ত্তি জানিয়া কূর্ম্মদেবের সেবা প্রকাশ করেন। যথা, প্রপন্নামৃতে ৩৬ অধ্যায়ে,—"তদ্‌-রাত্রাবেব যোগীন্দ্রং প্রাপয়ামাস সত্বরম্। শ্রীকূর্ম্মে লক্ষ্মণাচার্য্যং শ্রীহরির্যোগমায়য়া।। প্রভাতায়াং তু শর্ব্বর্য্যাং তস্যাং লক্ষ্মণ-দেশিকঃ। উত্থায় সহসা ধীমান্ হরির্হরিরিতীরয়ন্।। দৃষ্ট্বা দশদিশঃ সম্যক্ চিন্তা-ব্যাকুলমানসঃ। শ্রীকূর্ম্মমিতি তৎক্ষেত্রং জ্ঞাত্বা বিস্ময়-মাগতঃ।। শ্রীকূর্ম্মনায়কং মত্বা শিবলিঙ্গমিতীরিতম্। উপবাসেন তত্রৈকং বাসরং স্থিতবান্ গুরুঃ।। ** স্বপ্নে প্রসন্নো ভগবান্ তস্য শ্রীকূর্ম্মনাথকঃ। ব্যাজহার শুভং বাক্যং কৃপয়া যতি-ভূপতিম্।। যতীন্দ্রাজ্ঞান-দোষেণ শিবলিঙ্গং জনা ইতি। মাং বদন্তি মৃষা সর্ব্বে মায়ান্ধীকৃতলোচনাঃ।। বৎস্যাম্যত্র স্বরূপেণ শঙ্খচক্র-গদাধরঃ। লক্ষ্মণার্য্যাধুনা শীঘ্রং ত্বং মাং সম্যগ্ বিলোকয়।। ** অত্রৈব পূজয়ন্ মাং ত্বং দিনানি কতিচিদ্ বস।। ততঃ স্বপ্নাৎ সমুত্থায় সন্তুষ্টো বিস্ময়ান্বিতঃ। তথা বিধায় যোগীন্দ্রস্তেনোক্তেনৈব বর্ত্মনা। কূর্ম্মনাথং সমারাধ্য তন্নিবেদিত-ভোজনম্। বিধায় তস্য পাদাগ্রে সুখং তত্রাবসত্তদা।। তদা প্রভৃতি সর্ব্বত্র যতীন্দ্রাগম-বৈভবাৎ। বিষ্ণুস্থলমিতি হ্যাসীৎ শ্রীকূর্ম্মং বিদিতং মহৎ।।"*

পরে এই মন্দির শ্রীমাধ্ব-মঠের তত্ত্বাবধানে বিজয়নগর-রাজের অধিকারে ছিল। ১২০৩ শকীয় শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়-গুরু শ্রীনরহরি তীর্থের কথোল্লেখে যে নবশ্লোক-প্রস্তরফলক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার বঙ্গানুবাদ এই,—

১ম শ্লোক—পুণ্যশ্লোক যতি পুরুষোত্তম বিজ্ঞের উপদেষ্টৃ-স্বরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিষ্ণুর অতি প্রিয় ছিলেন।

২য় শ্লোক—তাঁহার বাক্যাবলী জগতে সর্ব্বতোভাবে গৃহীত হইয়াছিল। কুঞ্জর-বিধ্বংসনের ন্যায় বিবাদিগণের যুক্তিসমূহ পরাভূত হইয়াছিল।

৩য় শ্লোক—আনন্দতীর্থ তাঁহার নিকট সংস্কার লাভ করেন। তিনি ব্যাসের বিপথগামী গবাদিকে নিজ-গৃহীত সন্ন্যাস-দণ্ডদ্বারা সুপথে আনয়ন করেন।

৪র্থ শ্লোক—তাঁহার কথামালা বিষ্ণুর বিশেষ প্রিয় এবং বৈকুণ্ঠসিদ্ধি-প্রদানে সমর্থ।

৫ম শ্লোক—তাঁহার ভক্তিশিক্ষাসমূহ মানবকে হরিপাদ-পদ্মদানে সমর্থ।

৬ষ্ঠ শ্লোক—নরহরিতীর্থ তাঁহারই নিকট দীক্ষিত হন এবং কলিঙ্গ-প্রদেশে রাজ্য করেন।

৭ম শ্লোক— নরহরিতীর্থ শবরগণের সহ যুদ্ধ করিয়া শ্রীকূর্ম্মমন্দির রক্ষা করিয়াছিলেন।

** সেই রাত্রেই শ্রীহরি যোগমায়াদ্বারা যোগীন্দ্র শ্রীলক্ষ্মণাচার্য্যকে শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্রে স্থানান্তর করাইলেন। সে-রাত্রি প্রভাত হইলে পর শ্রীমান্ লক্ষ্মণদেশিক 'হরি হরি' বলিতে বলিতে সহসা জাগ্রত হইয়া দশ দিক্ দর্শন করত বিশেষ চিন্তিত ও ব্যাকুলিত হইলেন। সেই স্থান 'কূর্ম্মক্ষেত্র' জানিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। ভগবান্ শ্রীকূর্ম্মকে (শ্রীমূর্ত্তিকে) তথাকার প্রবাদ-অনুসারে 'শিবলিঙ্গ' মনে করিয়া গুরু লক্ষ্মণদেশিক সেস্থানে একদিবস উপবাস করিলেন। ক্ষেত্রনাথ ভগবান্ শ্রীকূর্ম্ম তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কৃপাপূর্ব্বক যতিরাজকে মধুর-বাক্যে বলিলেন,—"যতীন্দ্র! স্থানীয় লোকসকল মায়াদ্বারা অন্ধীকৃত-চক্ষু হওয়ায় আমাকে মিথ্যাই 'শিবলিঙ্গ'-রূপে বলিয়া থাকে। কিন্তু এস্থলে আমি নিজ 'শঙ্খ-চক্র-গদাধর'রূপেই বাস করি। আর্য্য লক্ষ্মণ! তুমি শীঘ্র আমাকে সন্দর্শন কর এবং এস্থলে আমাকে পূজা করিয়া কিছুদিন বাস কর। ইহাতে বিস্মিত ও সন্তুষ্ট যোগিরাজ তদনন্তর স্বপ্ন হইতে জাগ্রত হইয়া স্বপ্নে কথিত উপায়েই শ্রীকূর্ম্মনাথকে সম্যক্ আরাধনা করিয়া তন্নিবেদিত-দ্রব্য ভোজন করিলেন এবং সেইস্থানে তাঁহার চরণ-সান্নিধ্যে সুখে কিছুদিন বাস করিলেন। সেই হইতে উক্ত ক্ষেত্র যতীন্দ্রের আগমন-মহিমা-প্রভাবে 'শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্র'-নামক বিষ্ণুস্থল-রূপে সর্ব্বত্র বিশেষ বিদিত হইলেন।*

সেই লোকের দ্বারা সেই দেশের উদ্ধার ঃ—

কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি' অবিরাম ।
সেই লোক 'বৈষ্ণব' কৈল অন্য সব গ্রাম ॥ ১১৭ ॥

এইরূপে সকলদেশের উদ্ধার ঃ—

এইমত পরম্পরায় দেশ 'বৈষ্ণব' হৈল ।
কৃষ্ণনামামৃত-বন্যায় দেশ ভাসাইল ॥ ১১৮ ॥

বিগ্রহ-সেবকের প্রভুকে সম্মান ঃ—

কতক্ষণে প্রভু যদি বাহ্য প্রকাশিলা ।
কূর্ম্মের সেবক বহু সম্মান করিলা ॥ ১১৯ ॥

সর্ব্বগ্রামে গিয়া প্রভুর লোকোদ্ধার ঃ—

যেই গ্রামে যায় তাঁহা এই ব্যবহার ।
এক ঠাঞি কহিল, না কহিব আর বার ॥ ১২০ ॥

'কূর্ম্ম'-নামক ব্রাহ্মণের প্রভু-পূজা ঃ—

'কূর্ম্ম'-নামে সেই গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ ।
বহু শ্রদ্ধা-ভক্ত্যে কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ ১২১ ॥
ঘরে আনি' প্রভুর কৈল পাদ-প্রক্ষালন ।
সেই জল বংশ-সহিত করিল ভক্ষণ ॥ ১২২ ॥
অনেকপ্রকার স্নেহে ভিক্ষা করাইল ।
গোসাঞির প্রসাদান্ন সবংশে খাইল ॥ ১২৩ ॥
"যেই পাদপদ্ম তোমার ব্রহ্মা ধ্যান করে ।
সেই পাদপদ্ম সাক্ষাৎ আইল মোর ঘরে ॥ ১২৪ ॥
মোর ভাগ্যের সীমা না যায় কহন ।
আজি মোর শ্লাঘ্য হৈল জন্ম-কুল-ধন ॥ ১২৫ ॥

প্রভুর অনুগমন-জন্য কূর্ম্মবিপ্রের প্রার্থনা ঃ—

কৃপা কর, প্রভু, মোরে, যাঙ তোমা-সঙ্গে ।
সহিতে নারিমু তোমার বিরহ-তরঙ্গে ॥" ১২৬ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক সকলকেই আচার্য্যরূপে কৃষ্ণনাম-ভক্তি প্রচার করিতে আদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"ঐছে বাত্ কভু না কহিবা ।
গৃহে রহি' কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা ॥ ১২৭ ॥
যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥ ১২৮ ॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ ॥" ১২৯ ॥
এই মত যাঁর ঘরে করে প্রভু ভিক্ষা ।
সেই ঐছে কহে, তাঁরে করায় এই শিক্ষা ॥ ১৩০ ॥

পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন না করা পর্য্যন্ত প্রভুকর্ত্তৃক সকলকেই আচার্য্যরূপে ভক্তি-প্রচারে আদেশ ঃ—

পথে যাইতে দেবালয়ে রহে যেই গ্রামে ।
যাঁর ঘরে ভিক্ষা করে, সেই মহাজনে ॥ ১৩১ ॥
কূর্ম্মে যৈছে রীতি, তৈছে কৈল সর্ব্বঠাঞি ।
নীলাচলে পুনঃ যাবৎ না আইলা গোসাঞি ॥ ১৩২ ॥
অতএব ইঁহা কহিলাঙ করিয়া বিস্তার ।
এইমত জানিবে প্রভুর সর্ব্বত্র ব্যবহার ॥ ১৩৩ ॥

কূর্ম্মগৃহে সেই রাত্রিবাস ঃ—

এইমত সেই রাত্রি তাঁহাই রহিলা ।
প্রাতঃকালে প্রভু স্নান করিয়া চলিলা ॥ ১৩৪ ॥

প্রাতে পুনরায় যাত্রা ঃ—

প্রভুর অনুব্রজি' কূর্ম্ম বহু দূর আইলা ।
প্রভু তাঁরে যত্ন করি' ঘরে পাঠাইলা ॥ ১৩৫ ॥

কুষ্ঠরোগী বাসুদেব-বিপ্রের প্রভুদর্শনার্থ কূর্ম্মগৃহে আগমন ঃ—

'বাসুদেব'-নাম এক দ্বিজ মহাশয় ।
সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ, তাতে কীড়াময় ॥ ১৩৬ ॥

অনুভাষ্য

৮ম শ্লোক—নরহরিতীর্থের অসীম সাহস ছিল।

৯ম শ্লোক—শুভ ১২০৩ শকাব্দে বৈশাখমাসে শুক্লপক্ষে একাদশী-তিথিতে বুধবারে কামতদেবের সম্মুখে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক অশেষ কল্যাণদাতা যোগানন্দ নৃসিংহদেবের উদ্দেশে সানন্দে উৎসর্গীকৃত হইল। ইতি (অধ্যাপক কিলহর্ণ বলেন) ১২৮১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ্চ শনিবার।

১৩০। শ্রীমহাপ্রভুকে যাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া একান্ত-ভাবে আশ্রয়পূর্ব্বক সেবা করিতে সঙ্কল্প করেন, ভগবান্ গৌর-সুন্দর তাঁহাদিগের ভজন স্বীকার করিয়া এই শিক্ষা দেন যে, গৃহে থাকিয়া অর্থাৎ 'উৎকট ভজনপরায়ণ' অভিমান ত্যাগপূর্ব্বক গৃহবাসরূপ দৈন্যের সহিত নিরন্তর কৃষ্ণনাম-গ্রহণরূপ আচরণ করিয়া শুদ্ধকৃষ্ণনাম-ভজন প্রচার কর। 'আমি সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণব, শিষ্য করিলে গর্ব্বরূপ ভজন নষ্ট হয়'—এই উৎকট ভক্তাভিমান পরিত্যাগ করিয়া দৈন্যের সহিত শুদ্ধনাম-গ্রহণাচার ও শুদ্ধনাম-প্রচাররূপ গুরুর কার্য্য করিলে জড়-প্রতিষ্ঠারূপ বিষয়-তরঙ্গ প্রবল হইতে পারে না। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব ও শ্রীরঘুনাথদাস প্রভৃতি পার্ষদ-মহাত্মগণের গ্রন্থ লিখিয়া উপদেশ-প্রদান এবং শ্রীনরোত্তম, শ্রীল মধ্ব-রামানুজাদির বহুশিষ্যকরণকে ভক্ত্যঙ্গের বাধক ও বিষয়-তরঙ্গ বলিয়া কল্পনা করিয়া অনেক নির্ব্বোধলোক প্রকৃত অকিঞ্চন-ভক্তগণের চরণে অপরাধী হন। তাঁহারা প্রভুর এই আদেশ সবিশেষ আলোচনা করিয়া নিজের ক্ষুদ্র গর্ব্বপূর্ণ দীনাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিবিমুখজনের প্রতি প্রতিশোধ না

অঙ্গ হৈতে যেই কীড়া খসিয়া পড়য় ।
উঠাঞা সেই কীড়া রাখে সেই ঠাঞ ॥ ১৩৭ ॥
রাত্রিতে শুনিলা তেঁহো গোসাঞির আগমন ।
দেখিবারে আইলা প্রভাতে কূর্ম্মের ভবন ॥ ১৩৮ ॥

প্রভুর কূর্ম্মত্যাগ-শ্রবণে বাসুদেবের দুঃখ ও বিলাপহেতু প্রভুর তথায় আবির্ভাব ঃ—

প্রভুর গমন কূর্ম্ম-মুখেতে শুনিঞা ।
ভূমিতে পড়িলা দুঃখে মূর্চ্ছিত হঞা ॥ ১৩৯ ॥
অনেকপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলা ।
সেইক্ষণে আসি' প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিলা ॥ ১৪০ ॥

প্রভুর তাঁহাকে আলিঙ্গনদান, তৎফলে বিপ্রের কুষ্ঠরোগ-মুক্তি ও সৌন্দর্য্য-লাভ ঃ—

প্রভু-স্পর্শে দুঃখ-সঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল ।
আনন্দ সহিতে অঙ্গ সুন্দর হইল ॥ ১৪১ ॥

প্রভুর দয়া-দর্শনে বাসুদেবের স্তব ঃ—

প্রভুর কৃপা দেখি' তাঁর বিস্ময় হৈল মন ।
শ্লোক পড়ি' পায়ে ধরি', করেন স্তবন ॥ ১৪২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮১।১৬)—

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥ ১৪৩ ॥

বহু স্তুতি করি' কহে,—"শুন দয়াময় ।
জীবে এই গুণ নাহি, তোমাতে এই হয় ॥ ১৪৪ ॥
মোরে দেখি' মোর গন্ধে পলায় পামর ।
হেন-মোরে স্পর্শ' তুমি,—স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ ১৪৫ ॥
কিন্তু আছিলাঙ ভাল অধম হঞা ।
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া ॥" ১৪৬ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক তাঁহাকে আচার্য্য হইয়া কৃষ্ণনাম উপদেশ-পূর্ব্বক জীবোদ্ধারে আদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"কভু তোমার না হবে অভিমান ।
নিরন্তর কহ তুমি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম ॥ ১৪৭ ॥
কৃষ্ণ উপদেশি' কর জীবের নিস্তার ।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার ॥" ১৪৮ ॥

প্রভুর কৃপা-স্মরণে কূর্ম্ম ও বাসুদেবের ক্রন্দন ঃ—

এতেক কহিয়া প্রভু কৈল অন্তর্দ্ধানে ।
দুই বিপ্র গলাগলি কান্দে প্রভুর গুণে ॥ ১৪৯ ॥

এই আখ্যানের নাম—বাসুদেবোদ্ধার, প্রভুর নাম—'বাসুদেবামৃতপ্রদ' ঃ—

'বাসুদেবোদ্ধার' এই কহিল আখ্যান ।
'বাসুদেবামৃতপ্রদ' হৈল প্রভুর নাম ॥ ১৫০ ॥
এই ত' কহিল প্রভুর প্রথম আগমন ।
কূর্ম্ম-দরশন, বাসুদেব-বিমোচন ॥ ১৫১ ॥

চৈতন্যলীলা-শ্রবণেই অচৈতন্য-সেবকের চৈতন্য-প্রাপ্তি ঃ—

শ্রদ্ধা করি' এই লীলা যে করে শ্রবণ ।
অচিরাতে মিলয়ে তারে চৈতন্য-চরণ ॥ ১৫২ ॥

গুরুমুখে শ্রবণফলেই বা শ্রৌতপন্থাতেই চৈতন্য-সেবা ঃ—

চৈতন্যলীলার আদি-অন্ত নাহি জানি ।
সেই লিখি, যেই মহান্তের মুখে শুনি ॥ ১৫৩ ॥

শুদ্ধভক্তপদে শরণাগতিই চৈতন্য-লাভের উপায় ঃ—

ইথে অপরাধ মোর না লইও, ভক্তগণ ।
তোমা-সবার চরণ—মোর একান্ত শরণ ॥ ১৫৪ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে দক্ষিণযাত্রায়াং 'বাসুদেবোদ্ধারো' নাম সপ্তম-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

দেখাইতে গিয়া গৌরানুগত্যপূর্ব্বক যাহাতে নিজ-ভজন বৃদ্ধি করেন, তজ্জন্য জগদ্‌গুরু আচার্য্যরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের ইহাই শিক্ষাপ্রদান।

১৪৩। আদি, ১৭শ পঃ ৭৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫২। এইলীলা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকর্ত্তৃক অচৈতন্য-জীবের চৈতন্য সম্পাদিত হইলে পর সেইসকল লব্ধচৈতন্য কৃষ্ণসেবোন্মুখ জীব পুনরায় আচার্য্যরূপে অপর অচৈতন্য-জীবের চৈতন্য সম্পাদনপূর্ব্বক কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ করিতে থাকেন। এইরূপে

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫০। শ্রীসার্ব্বভৌম-কৃত শ্রীচৈতন্যের শতনামে এই নামটী আছে।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

অচ্যুতগোত্রবৃদ্ধি বা শ্রৌত-পন্থা-প্রসারদ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের অবতারবাদ-মাহাত্ম্যপ্রদর্শন-লীলা।

ইতি অনুভাষ্যে সপ্তম পরিচ্ছেদ।

⁂